কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৫০ ❑ মার্চ-এপ্রিল ❑ ২০১৭ খ্রি. ❑ ১৭ ফাল্গুন- ১৭ বৈশাখ ❑ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ ও উদ্যান, সার ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের বহুমুখী কার্যক্রম কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় চলতি (২০১৬-১৭) উৎপাদন বর্ষে সারা দেশে কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বোরো বীজ বিতরণ করেছে। এ মৌসুমে বিএডিসি মোট ৬১ হাজার ৫৩৬ টন বোরো বীজ বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত বীজের মধ্যে ১৯ টি উচ্চ ফলনশীল জাতসহ ৩টি হাইব্রিড জাতের বীজ রয়েছে। সংস্থার বীজ বিতরণ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

জাতীয় উৎপাদন, কৃষকদের উন্নয়ন ও সরকারের বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে খেয়াল রেখে বোরো বীজ বিতরণ কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকরা যাতে সময়মত বোরো বীজ ন্যায্যমূল্যে পেতে পারে সেজন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরোর বাম্পার ফলন ও সরকারের বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিএডিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভেতরের পাতায়.....

বিএডিসি'র কানাডা থেকে ১.৮০ লক্ষ মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদিত..... ০৩
বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত ০৪
বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ যথাযথ মর্যাদায় পালিত..... ০৫
মৌলভীবাজার জেলায় নির্মিত হচ্ছে বিএডিসি'র অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার ০৭
প্যাকেট ও কার্ড দেখে ভাল বীজ চেনার উপায় ০৮
ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের অগ্রগতি ০৯
বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব এবং এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের উপায় ১৩
জ্যেষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

বিএডিসি'র কানাডা থেকে ১.৮০ লক্ষ মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি সম্পাদিত

বাংলাদেশে এমওপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কানাডা থেকে ১.৮০ লক্ষ মে. টন এমওপি সার আমদানির চুক্তি হয়। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে Canadian Commercial Corporation (CCC) এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিপত্রে Canadian Commercial Corporation (CCC) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট CAMERON MCKENZIE এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান স্বাক্ষর করেন।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন Canadian commercial corporation (CCC) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট CAMERON MCKENZIE এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

এ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কানাডায় সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান শেখ বদিউল আলম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন কানাডিয়ান কমার্শিয়াল করর্পোরেশন (সিসিসি) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট CAMERON MCKENZIE

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৯০ হাজার ৩৫৫ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মার্চ-এপ্রিল/২০১৭ মোট কৃষক পর্যায়ে ৯০ হাজার ৩৫৫ মে. টন ননইউরিয়া সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৩৬ হাজার ৯১৩ মে. টন, এমওপি ৩৮ হাজার ১৫৭ মে. টন ও ডিএপি ১৫ হাজার ২৮৫ মে. টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ২৮ মে. টন। ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ২২২ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধু পরিষদ (বিএডিসি শাখা)'র উদ্যোগে গত ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মদিন (জাতীয় শিশু দিবস) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকাল ৯ টায় বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় রাজধানীর দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে কৃষি ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

সকাল সাড়ে ৯ টায় কোমলমতি শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন

বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের যুগ্মমহাসচিব বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান মুকুটের পরিচালনায় কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ (বিএডিসি শাখা)'র সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শামছুল হকের উপস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। এ সময়ে আরো বক্তব্য রাখেন নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও যুগ্মসচিব (নিওক) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সিবিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ, বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারী এবং বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ড-এর সভাপতি ডা. আফরোজা খানম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম ইউসুফ হারুন, মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব মেরিনা সারমিন, হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মোয়জ্জেম হোসেন, জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মো. জুলফিকার আলীসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ। চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ শেষে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি জনাব মো. মাসুদ আহম্মেদের তত্ত্বাবধানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা

বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ যথাযথ মর্যাদায় পালিত

বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পালনের লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি পালিত হয়। ২৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষিভবন, সেচভবন, বীজভবন ও সার ভবন (গ্রীণ রোড), বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের বিএডিসি'র সকল ভবনে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বিএডিসি'র কৃষিভবন, সেচভবন, বীজভবন ও সার ভবনে আলোক সজ্জা করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান সংস্থার সর্ব স্তরের কর্মচারীদের পক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্প স্তবক অর্পন করেন। এ সময় বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিবিএ নেতৃবন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৬শে মার্চ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় সংস্থার সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। বিএডিসি'র আওতাধীন সকল মসজিদে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

স্কাউট মারুফ আহমেদ এর প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট অর্জন

মারুফ আহমেদ

মারুফ আহমেদ আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা মেট্রো শাখায় প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট অর্জন করেন। গত ১২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উত্তীর্ণ স্কাউটদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য স্কাউট মারুফ আহমেদ বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (সবজি বীজ) জনাব মুসতাক আহমেদ এর দ্বিতীয় পুত্র। সে বর্তমানে ঢাকা সেন্ট যোসেফ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত। সে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

দানাশস্য বীজ উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

গত ২০-২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে মিরপুরস্থ নবনির্মিত বীজ পরীক্ষাগারের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো দানাশস্য বীজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ।

উক্ত প্রশিক্ষণে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বীজের আপৎকালীন মজুদ কার্যক্রম (বীআমক) এবং বীজ উৎপাদন প্রকল্পের সিনিয়র সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক এবং যুগ্মপরিচালক পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বীজের আপৎকালীন মজুদ কার্যক্রম এর অর্থায়নে ২ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে রিসোর্স স্পিকার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল। কার্যক্রম পরিচালক (বীআমক) জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম এর সঞ্চালনে এবং সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পেরে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অত্যন্ত উচ্ছসিত হয়েছেন। দু'দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ গ্রুপ ডিসকাশন এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের দানাশস্য বীজ উৎপাদনে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের উপায় বের করা হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তার উপস্থিতিতে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন গ্রুপ ডিসকাশন এর মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করেন এবং তা সমাধানের ব্যাপারে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

জনাব মুহা: আজহারুল ইসলাম
সভাপতি

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির ২০১৭-১৮ মেয়াদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জনাব মুহা: আজহারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে এম ইউসুফ হারুন।

গত ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মো: নূরনবী সরদার এই কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করেন।

পরিষদের অন্যান্যরা হলেন, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, সহ-সভাপতি জনাব মো: রিপন কুমার মন্ডল, যুগ্ম সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান (রুবেল) ও ড. মো. ছাদেক হোসেন, দপ্তর সম্পাদক জনাব রিপন কুমার শিকদার, প্রচার ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোঃ এ এস এম খায়রুল হাসান শামীম, কোষাধ্যক্ষ জনাব মো. ওবায়দুল ইসলাম এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জনাব মোঃ মাসুদ আহম্মেদ।

এ ছাড়া পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জনাব আশুতোষ লাহিড়ী, ড. মোঃ রেজাউল করিম, জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, জনাব মোঃ জামিলুর রহমান, জনাব এ কে এম নূরুল ইসলাম, জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান (মুকুট), জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, জনাব মনিরা রহমান, জনাব মোঃ শওকতুল ইসলাম সুমন, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সবুজ এবং জনাব ফারজানা আলী। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য থাকবেন।

জনাব এ কে এম ইউসুফ হারুন
সাধারণ সম্পাদক

মৌলভীবাজার জেলায় নির্মিত হচ্ছে বিএডিসি'র অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার

মৌলভীবাজার জেলায় বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এসডিএমআইডিপি) এর অর্থায়নে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক কতৃক মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন বলিয়া-রভাগ মৌজায় ২০ শতাংশ অকৃষি খাস জমি বিএডিসি বরাবরে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসকের দপ্তর, মৌলভীবাজারে বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এবং মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম এর মধ্যে উক্ত জমির লিজ দলিল সম্পাদিত হয়।

লিজ দলিলে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা ও মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম

উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন তালুকদার, বিএডিসি'র উপসচিব (আইন) জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সহ বিএডিসি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। লিজ দলিল সম্পাদন শেষে সংস্থার সচিব মহোদয় ভবন নির্মাণের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার ২৩২০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন হবে। যার নিচ তলায় গ্যারেজ ও অফিস, দ্বিতীয় তলায় অফিস, তৃতীয় তলায় রেষ্ট হাউজ ও চতুর্থ তলায় ট্রেনিং হল নির্মিত হবে।

ডাল ও তৈল বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ০৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ বর্ষে রবি মৌসুমে উৎপাদিত মসুর, খেসারি, ছোলা, মটর, ফেলন, সরিষা ও সুর্যমূখী বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

বীজেরনাম		বীজের সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)	
		ভিত্তি	মানঘোষিত
০১। মসুর		১০৩.০০ (একশত তিন টাকা)	১০০.০০ (একশত টাকা)
০২। ছোলা		৯৮.০০ (আটানব্বই টাকা)	৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)
০৩। খেসারী		৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)
০৪। মটর		৯৫.০০ (পঁচানব্বই টাকা)	৯২.০০ (বিরানব্বই টাকা)
০৫। ফেলন		৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)	৬৫.০০ (পঁয়ষট্টি টাকা)
০৬। সরিষা	পিংগল-(বারি সরিষা-৯,১১, বিনা সরিষা-৪,৯, বিএডিসি সরিষা-১)	৬১.০০ (একষট্টি টাকা)	৫৮.০০ (আটান্ন টাকা)
	হলুদ-(সম্পদ, বারি সরিষা ১৪,১৫,১৭)	৬৪.০০ (চৌষট্টি টাকা)	৬১.০০ (একষট্টি টাকা)
০৭। সূর্যমুখী		৭০.০০ (সত্তর টাকা)	৬৮.০০ (আটষট্টি টাকা)

প্যাকেট ও কার্ড দেখে ভাল বীজ চেনার উপায়

ড. মোঃ ছাদেক হোসেন, উপব্যবস্থাপক, বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি ঢাকা

ভাল বীজ :

ভাল বীজ বলতে সেই বীজকে বলা হয় যে বীজ বংশগতভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ জাতগতভাবে বিশুদ্ধ, অংকুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের উপর, বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ বীজ ভেদে ৮-১২% এর মধ্যে থাকে। এ বীজ মাঠে লাগালে অবশ্যই সবল, সুস্থ, সুন্দর ও কাঙ্খিত সংখ্যক চারা উৎপাদনে সক্ষম।

ভাল বীজ ব্যবহারের উপকারিতা :

ভাল বীজ ব্যবহারে কৃষক ভাইয়েরা অনেক ভাবে উপকৃত হয়। যেমন :

০১। ভাল বীজ ব্যবহার করলে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ফলন বেশি হয়।

০২। উৎপাদন খরচ কম হয় ।

০৩। চাষী ভাইয়েরা ফসলের ফলন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

০৪। ফসলে রোগ পোকা মাকড়ের আক্রমণ কম হয় কারণ ভাল বীজ হতে উৎপন্ন গাছ তেজ সম্পন্ন হয়।

০৫। সর্বোপরি আমরা সবাই জানি,''সু বংশে সুন্তান জানি বে নিশ্চিয়''।

ভাল বীজ চেনার উপায় :

চাষী ভাইয়েরা সাধারণত এলাকার বাজার হতে বীজ কিনে থাকেন। এক্ষেত্রে ভালবীজ ব্যবসায়ী তাদের কাছে অনেকটা চেনা পরিচিত হয়। ফলে বীজ ক্রয় করে ঠকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তবে ভাল বীজ চেনার বেশ কয়েকটি তথ্য প্যাকেটের গায়ে দেয়া থাকে। যেমন :

০১. ভাল বীজের প্যাকেট সাধারণত চকচকে ঝকঝকে হয় এবং বীজ কোম্পানির নাম ও লোগো স্পষ্টভাবে প্যাকেটের গায়ে ছাপ মারা থাকে, যা দেখে চাষী ভাইয়েরা সহজেই ভাল বীজ চিহ্নিত করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন- 'বিএডিসি'র বীজের প্যাকেট ও ব্রান্ড চাষী ভাইদের অত্যন্ত চেনা। এমনিভাবে 'লালতীর''- সুপ্রিম' ইত্যাদি নামকরা কোম্পানীর বীজ কোম্পানীর ব্রান্ড চাষী ভাইদের কাছে খুবই পরিচিত।

০২. বীজ প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুণ সম্পর্কে যেমন- বীজের বিশুদ্ধতার হার, অংকুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার, বীজে আর্দ্রতার শতকরা হার, বীজ উৎপাদনকারীর/ কোম্পানীর নাম, উৎপাদন বর্ষ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ এর তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

০৩. বীজ ব্যবসায়ী/ কোম্পানীর বীজ কার্ড ও সরকারি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কার্ড বীজের যাবতীয় তথ্য সমেত প্যাকেটের গায়ে আটকানো থাকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি যাচাই করলেই ভাল বীজ কিনা তা বোঝা যায়।

বীজ কার্ড :

প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে বীজের কার্ড লাগানো থাকে। এ কার্ডগুলি বীজের শ্রেণিভেদে বিভিন্ন রংয়ের হয়। এ কার্ড প্যাকেটের ভিতরের বীজের গুণমান সম্পর্কে তথ্য অবহিত করে। এ কার্ড যেমন বীজ ব্যবসায়ী/ কোম্পানী কর্তৃক বীজের গুণাগুণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে পাশাপাশি ''বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'' কর্তৃক প্রদানকৃত সরকারি কার্ডও লাগানো থাকে। তাতেও বীজের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য থাকে। এ কার্ড দেখে চাষী ভাইয়েরা প্যাকেটের ভিতর সংরক্ষিত বীজের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারেন।

বীজ কার্ডে যে সকল তথ্য থাকে :

এতে বীজের শ্রেণি, বীজের নাম, জাত, উৎপাদন বর্ষ, বীজের বিশুদ্ধতা, বীজের আর্দ্রতা, বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা, উৎপাদন বর্ষ, কত দিন পর্যন্ত বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, বীজের পরিমাণ ও মূল্য ইত্যাদি লেখা থাকে। তবে বীজের শ্রেণিভেদে বীজের বিশুদ্ধতার তারতম্য হয় এবং বীজের তারতম্য হয় এবং বীজের কার্ডের রং ও ভিন্ন হয় ।

বীজ কার্ডের রং দেখে যেভাবে বীজের শ্রেণির/ মান বুঝা যায় :

বীজের জন্ম লগ্ন থেকে বংশ পরম্পরা অনুযায়ী শ্রেণি হিসাবে ভাগ হয়ে থাকে। এই শ্রেণিভেদ কার্ডের রংয়ের ভিন্নতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ বীজের শ্রেণি অনুযায়ী:

০১। মৌলবীজ এর প্যাকেটে- সবুজ রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে।

০২। ভিত্তি বীজ এর প্যাকেটে- সাদা রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে।

০৩। প্রত্যয়িত বীজ এর প্যাকেটে-নীল রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে।

০৪। মানঘোষিত বীজ এর প্যাকেটে-হলুদ রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে।

এ ব্যাপারে চাষী ভাইদের আরও কিছু জানার থাকলে নিকটস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তা এবং বিএডিসি'র কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভালো বীজে ভাল ফসল

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকৌশলী সুলতান আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (ডালিসেপ্র), বিএডিসি, সেচভবন , ঢাকা

বাংলাদেশের সেচ পদ্ধতি মূলত ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর। প্রতিনিয়ত ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ভূপরিস্থ পানির প্রাকৃতিক উৎস যেমন- শাখা খাল, নদী, হাওড়, বাওড় এ পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জলাধারের পানির স্তর শস্য ক্ষেতের তুলনায় নীচে নেমে যাওয়ার কারণে ল্যান্ড বেইজড পাম্প দিয়ে শস্য ক্ষেতে সরাসরি সেচ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ সমস্যা থেকে উত্তরোণের পদ্ধতি হিসেবে প্রথমত বড় ধরণের পাম্পিং সেট যেমন- ২৫-কিউসেক; ১২.৫-কিউসেক; ও ১০- কিউসেক; ভাসমান পাম্প ব্যবহার করে বড় বড় নদী, বিল থেকে পানি প্রাইমারী লিফটিং করে শাখা খাল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাধারে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে ছোট ছোট ল্যান্ড বেইজড পাম্প (৫-কিউ:, ২-কিউ:, ১-কিউ:) ব্যবহার করে সেই পানি সেকেন্ডারী লিফটিং এর মাধ্যমে ফসলি জমিতে সেচ দেয়া হয়। দুইবার পানি উত্তোলন করে জমিতে সেচ দেয়ার পদ্ধতিই ডাবল লিফটিং সেচ পদ্ধতি। ইতোপূর্বে "ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৯ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে দেশের ২২ টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়। জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ৬টি বিভাগের ৩২ টি জেলার ৯৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় এর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অধিক এলাকা সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি উত্তোলন

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

* দ্বি-স্তর উত্তোলন (ডাবল লিফটিং) প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৫৬৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ১৭০৮৩৫ মেঃটন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ প্রদান

* সেচের পানি পরিবহন ও সঞ্চিত পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকদের নিকট সঠিক জায়গায় এবং সঠিক সময়ে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং "অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি" ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন পার্থক্য কমানো ও প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

* আধুনিক কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ইরিগেশন ওয়াটার ইউজার এসোসিয়েশন এবং কৃষকদের দক্ষতার উন্নয়ন করা। "ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ১৯৯৯ থেকে জুন, ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন অনুযায়ী ১ম পর্যায় বাস্তবায়ন করে ৪২০ টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড্ পাম্প এবং ১০৫ সেট ভাসমান পাম্প ক্ষেত্রায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মোট ৪৬৫৯১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ১১৫১২৫ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪২০ টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড্ পাম্প এবং ৫৮ টি ভাসমান পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ৮৫০০ হেক্টর জমিতে সিঙ্গেল লিফটিং এর মাধ্যমে এবং ১৬৯৬০ হেক্টর জমিতে ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ মোট ২৫৪৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ৮৮০৪১ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা হয়েছে। উপকার ভোগী কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭৫২০৩ জন।

"ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করে ৩৪৭ টি ৫-কিউসেক ল্যান্ড বেইজড্ পাম্প এবং ৭১ টি ভাসমান পাম্প পরিচালনার মাধ্যমে ১৯৫০০ হেক্টর জমিতে সিঙ্গেল লিফটিং এবং ৯৭০০ হেক্টর জমিতে ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ মোট ২৯২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ১১৬৮০০ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০৫০০০ জন। যা গত ১০/০৩/২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদের কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৪তম বৈঠকে আলোচিত হয় এবং দেশব্যাপী এরকম আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।

"ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৫ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ১০৮ টি ভাসমান পাম্প ও ৪৩৩ টি ল্যান্ডবেইজড্ পাম্প ক্ষেত্রায়ন করে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ৫৬,৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে ১,৭০,৮৩৫ মে.টন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রকল্পের ৩য় পর্যায় বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প মেয়াদে ৮ সেট ১০ কিউসেক ভাসমান পাম্প সেট ক্রয়, ১০ সেট ১২.৫-কিউসেক ভাসমান পাম্প ক্রয়, ৩০ সেট ১০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটর (ইউরোপিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড) ক্রয়, ৫০ সেট ৩৫-৪০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটর (ইউরোপিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড) ক্রয়, ১০০ সেট ৩০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক মটর (ইউরোপিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড) ক্রয়, ২ সেট সোলার পাম্পিং সেট ও প্যানেল ক্রয়, মালামাল ক্রয় সহ ১০০ কিমি: বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ, ১৮০ টি ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ, ৩১০০০ মিটার পাকা সেচনালা নির্মাণ, ৩০ টি হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ, ৫৫ কিমি: সংযোগ খাল পুন:খনন সহ অন্যান্য ষ্ট্রাকচার নির্মাণ ও ১৩৩ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেশের ২৬ টি জেলার ৭৯টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থ বছরে ৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো- ৮ সেট ১০ কিউসেক পাম্পিং সেট ক্রয়, ১০ সেট ১২.৫ কিউসেক ভাসমান পাম্পের পন্টুন ক্রয়, ৩০ সেট ১০০ অশ্বশক্তির বৈঃ মটর ক্রয়, ২০ সেট ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ৫-কিউসেক পাম্পিং সেট ক্রয়, ৫০সেট বৈদ্যুতিক মটর চালিত ৫-কিউসেক পাম্পিং সেট ক্রয়, ৫০ টি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৭টি ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ২০ কিমি: সংযোগ খাল পুনঃখনন, ৪০ টি হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং ৩৭ টি সেচ স্কীমে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ। এপ্রিল, ২০১৭ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮০৩.৬৬ লক্ষ টাকা (৭৭.৮৮%) ব্যয় করা হয়েছে এবং ৯১% ভৌত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়বে, প্রকল্প এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখাসহ দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং প্রকল্প এলাকার দারিদ্র বিমোচনসহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

বিএডিসি'র খুলনা এগ্রো সার্ভিস সেন্টারে Mediterrannean Olive চারা রোপণ

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান কর্তৃক তিউনেশিয়া হতে সংগৃহীত ১৫ টি Mediterrannean Olive Plant (জয়তুন/ আরবীয়/ ইউরোপীয় জলপাই)- এর মধ্যে ০১ টি এএসসি, বিএডিসি, খুলনা'র জন্য বরাদ্দ ও সরবরাহ করা হয়। ১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বরাদ্দকৃত চারাটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের প্রদর্শণী খামারে রোপণ করা হয়।

বৃক্ষটি রোপণ করেছেন খুলনা অঞ্চলের যুগ্মপরিচালক (সার) কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সাহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনার উপপরিচালক (বীবি) কৃষিবিদ মোঃ লিয়াকত আলী, খুলনার উপপরিচালক (এএসসি) কৃষিবিদ সঞ্জয় কুমার দেবনাথ, জনাব এস.এম. মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া উক্ত বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন এএসসি, খুলনা ও প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও চাষীবৃন্দ এবং অত্র খামারের শ্রমিকবৃন্দ।

বৃক্ষটি রোপণের পর উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ চেয়ারম্যান মহোদয়ের দেশের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অতঃপর বৃক্ষটির জন্মস্থান, জাত, ব্যবহার, পুষ্টিগুণ ও ঔষধি গুণসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিএডিসি খুলনার এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের প্রদর্শণী খামারে তিউনিশিয়া হতে সংগৃহীত Mediterrannean Olive Plant রোপণের দৃশ্য

"যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য"

পাট বীজের মান ও উৎপাদন বাড়াতে নতুন উদ্যোগ

সরকারের অব্যাহত চেষ্টার প্রেক্ষিতে পাটের গৌরবোজ্জ্বল দিন ফেরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাট বীজের মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতেও নেয়া হয়েছে নানা মুখী পদক্ষেপ। জানা গেছে, এসব পদক্ষেপের ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ একদিকে যেমন উন্নত পাট বীজ উৎপাদনে সক্ষম হবে, তেমনই আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কৃষিবিদরা বলেছেন, উন্নত বীজ ছাড়া ভালো মানের কোনো ফসলই উৎপাদন সম্ভব নয়। পাটকে কৃষি পণ্য ঘোষণার পর বিএডিসি পাটের উন্নত মানের বীজ উৎপাদনে একটি বিশেষ শাখা খুলেছে। যার দায়িত্বে রয়েছে একজন মহাব্যবস্থাপক। বিএডিসি বলেছে, তাদের উদ্ভাবিত উন্নত মানের বীজ ভালো ফলনে ভীষণভাবে সহায়ক হচ্ছে। আগামী দিনে এর মান আরো বৃদ্ধি করতে প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের গবেষণাকে সামনে রেখে কাজ চলছে।

মাত্র এক বছর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পাটকে কৃষি পণ্য ঘোষণার পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিএডিসি পাটের উন্নত বীজ উৎপাদনে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। যার অংশ হিসেবে এ বছর এক হাজার মেট্রিক টন পাটের উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর (২০১৬) সারা দেশে উৎপাদিত পাট বীজের পরিমাণ ছিল ৩৯৮.৭০৯ মেঃ টন। একবছরে প্রায় তিন গুণ বেশি পাট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাই বলে দেয় বিষয়টিতে বিএডিসি'র নানামুখী তৎপরতার গতিকে। বিএডিসি'র কর্মকর্তারা বলছেন, ২০১৭ সালে এক হাজার মেট্রিক টন পাট বীজ উৎপাদন হলে তা দেশের চাহিদার একটি বিরাট অংশ পূরণ করবে। গত বছরও ভারত থেকে ৫ হাজার মেঃ টন পাট বীজ আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এ বছর এ হার কিছুটা কমবে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ পাট বীজের উৎপাদনে চাহিদা অনুপাতে জোগান নিশ্চিত করতে চায়।

গত বছর বাংলাদেশে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর একর জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। যা তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। এ বছরও এ হার ১৫ শতাংশের বেশি পরিমাণ বাড়বে বলে ধারণা করছে বিএডিসি'র কর্মকর্তারা। পূর্বে যেখানে মাত্র ৫ টি পণ্যে পাটের মোড়ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ছিল তা এখন ১৭ টিতে উন্নীত করায় দেশের অভ্যন্তরে পাটের চাহিদা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন। এ কারণেই আগামী বছর গুলোতে পাট চাষে আরো বেশি প্রত্যাশা করছে সরকারের পাট ও বস্ত্র এবং কৃষি মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় কৃষকেরও আগ্রহ বাড়ছে পাট চাষে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ এগ্রি কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান যায়যায়দিনকে বলেন, 'একটি দেশ তার প্রধান অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা পণ্যেও উৎপাদনে সারা জীবন অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারেনা। এ কারণেই আমরা উন্নত পাট বীজের উৎপাদনে নানা মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। একই সঙ্গে দেশের ভেতরে থাকা বিপুল চাহিদার পাট বীজের পুরোটাই কিভাবে দেশের মাটিতে উৎপাদন করা যায় তার উপরও বিশেষভাবে জোর দেয়া হচ্ছে। গত বছর ভারত থেকে ৫ হাজার মে. টন পাট বীজ আমদানি করা হয়েছিল। যার বিপরীতে আমাদের উৎপাদনে ছিল মাত্র ৩৯৮ মেট্রিক টন। এ বছর ১০০০ মেট্রিক টনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বৃদ্ধির ধারা আরো বাড়ানো হচ্ছে। আশা করছি আগামী ৫ বছরের মধ্যে নিজেদের দেশের মাটিতে চাহিদার অধিকাংশ জোগান নিশ্চিত করতে আমরা সক্ষম হবো।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তার চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ পাট বীজই ভারত থেকে আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাট বীজের ফলন পেতে অধিক সময় লাগা প্রসঙ্গে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামান আরো বলেন, 'এ সমস্যা অতীতে প্রকট থাকলেও তা এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। সাধারণত ভারতীয় বীজ থেকে ফলন পেতে ৯০ থেকে ১০০ দিন লাগে। এর বিপরীতে দেশি বীজ থেকে ফলন পেতে অতীতে ১২০ দিনের বেশি লাগলেও বর্তমানে ১২০ দিনের আগেই ফলন পাওয়া যাচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে বিষদ গবেষণা পরিচালনা করছি। আমাদের বীজেও ফলন পেতে ৯০ থেকে ১০০ দিন লাগবে। তবে অল্প সময়ে উৎপাদিত পাটের আঁশের মান ভালো হয়না। অন্যদিকে দেশি বীজে উৎপাদিত পাটের মান ভারতীয় বীজে উৎপাদিত পাটের মানের চেয়ে অনেক ভালো হয়।

বাংলাদেশের পাট চাষীরা পাট কাটার পর একই জমিতে আমন ধানের উৎপাদন করে থাকে। এমতাবস্থায় পাট কাটতে ২০ থেকে ৩০ দিন বেশি সময় লাগলে তা কৃষকের ধান চাষে প্রভাব ফেলে থাকে। এ কারণে কৃষকরাও দেশি পাট বীজের চেয়ে ভারতীয় পাট বীজের ব্যবহারে বেশি আগ্রহী থাকে। তবে ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে পাটের পূর্ণ ফলন দিতে সক্ষম এমন বীজের জোগান দিতে পারলে কৃষকরা দেশি বীজ ব্যবহারে অধিকতর আগ্রহী হবে। কারণ দেশি পাটের মান ভারতীয় পাটের মানের চেয়ে অনেক ভালো এবং বাজার মূল্যও বেশি। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জানান তারা এ কারণে দ্রুত স্বল্প সময়ে উৎপাদনে যেতে সক্ষম এমন বীজের উৎপাদনে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এ বিষয়ে বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) মো. ফারুক জাহিদুল হক যায়যায় দিন কে বলেন,

(বাকী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

পাট বীজের মান ও উৎপাদন বাড়াতে নতুন উদ্যোগ

(১১ পৃষ্ঠা এর পর)

'পাট বীজকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা হচ্ছে। এর ফলে উন্নত বীজ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। সাধারণ প্রক্রিয়ায় বীজ উৎপাদন করলে সে বীজ রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়া বীজ গজানোর পর তা যাতে শক্তিশালী হয় এবং প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করতে পারে তার জন্য বিশেষ অবস্থায় উৎপাদিত বীজ বেশ কার্যকরী।

এ বিশেষ ব্যবস্থার মাঝে কি আছে জানতে চাইলে ফারুক জাহিদুল হক বলেন, 'উন্নত দ্রুত বর্ধনশীল মাতৃ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ। মা গাছ কে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বড় করে তোলা, পর্যাপ্ত আলো বাতাস নিশ্চিত করা, সব ধরনের রোগ শোক থেকে মা গাছকে সুরক্ষা দেয়া সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্থ সবল গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে এসব বীজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণ বীজের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এ বীজ দিয়ে উৎপন্ন চারা অধিক পাট উৎপাদনে সক্ষম।

ফারুক জাহিদুল হক আরো জানান, 'বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন শাখা জড়িত। এর এক দিকে আছে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে পাট অধিদপ্তর। আর বিএডিসি পাটের উন্নত মানের বীজের উৎপাদনের দায়িত্বে রয়েছে। এ বছর কৃষি মন্ত্রণালয় পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য অন্যান্য বারের ন্যায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া ১ হাজার মেট্রিক টন বীজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা কাজ করছি। যার মধ্যে ৬০০ মেট্রিক টন তোষা পাট ও বাকি ৪০০ মেট্রিক টন দেশি পাটের বীজের লক্ষ্যমাত্রা আছে। এটি উৎপাদিত হলে দেশের চাহিদার অনেকাংশই পূর্ণ হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাট উৎপাদনকারী ও রপ্তানি কারক দেশ হলে ও পাটের অধিকাংশ বীজের জোগানের জন্য কৃষককে ভারতীয় পাট বীজের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের দেশে মান সম্মত ও পর্যাপ্ত পাট বীজের উৎপাদনের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। এখন বিএডিসির নেয়া এসব উদ্যোগ ঠিক মতো কাজ করতে বিদেশ নির্ভরতা কাটিয়ে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থানে আসতে সক্ষম হবে দেশি পাট শিল্প।

সংকলিত : দৈনিক যায়যায়দিন
২৪ এপ্রিল, ২০১৭

গোপালগঞ্জে আলু বীজ হিমাগারে সহস্রাধিক কৃষকের ভাগ্য বদল

গোপালগঞ্জে বিএডিসি'র আলু বীজ হিমাগার ৩ উপজেলার সহস্রাধিক কৃষকের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। জেলায় বিএডিসি'র আলু বীজ হিমাগার স্থাপন করার পর গত ৩ বছর ধরে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় আলু বীজ আবাদ করে গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া ও বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার সহস্রাধিক চাষী ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

বিএডিসি'র কৃষককে ফাউন্ডেশন আলু বীজ, সার ও ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে কৃষককে দিয়ে আলু বীজের চাষ করায়। তারপর বিএডিসি কৃষকের কাছ থেকে বাজারে আলুর মূল্যের তুলনায় ৩০% বেশি মূল্য দিয়ে আলু বীজ কিনে নেয়। এ বীজ পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে হিমাগারে সংরক্ষণ করে। খাবার আলুর তুলনায় বীজ আলু আবাদে কৃষক বেশি লাভবান হচ্ছেন। একারণে প্রতি বছরই লাভজনক আলু বীজ আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোপালগঞ্জের মাঠ থেকে কৃষকের আলু সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এখন তারা হিমাগারে আলু বীজ সরবরাহ করতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।

গোপালগঞ্জ বিএডিসি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালে গোপালগঞ্জে ২ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আলু বীজ হিমাগার স্থাপন করে বিএডিসি। প্রথম বছর গোপালগঞ্জ অঞ্চলে ২৫ একর জমিতে বীজ আলুর আবাদ করে কৃষক। উৎপাদন করে ১শ' ৩৮ মেঃ টন আলু বীজ। ২য় বছর আলু বীজ আবাদ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০ হেক্টরে। উৎপাদিত হয় ৩৩৮ মেঃ টন। এ বছর ১৫০ একর জমিতে আলু বীজের আবাদ করা হয়। উৎপাদিত হয়েছে ৭শ' ৫০ মেঃ টন। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার নিজড়া সিকিপাড়া গ্রামের কৃষক মন্টু মোল্লাহ বলেন, বিএডিসি আলু বীজ, সার ও ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে। তারপর তাদের পরামর্শে বীজ আলু চাষ করি। আগে এ জমিতে খাবার আলু চাষ করতাম। খাবার আলু তুলনায় বীজ আলু চাষে একরে ৪০ হাজার টাকা বেশি লাভ হয়। তাই প্রতি বছর লাভ জনক বীজ আলুর চাষ আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি।

গত বছর এ গ্রেডের আলু বীজের দাম পেয়েছি প্রতি কেজিতে ১৯ টাকা। আর বি গ্রেডের দাম পেয়েছি ১৮ টাকা। আশা করছি এ বছর আরো বেশি দাম পাবো। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পূর্ব নিজড়া গ্রামের নজরুল ইসলাম সরদার (৫০) বলেন, ৩ বছর ধরে বীজ আলু চাষ করে ভালোই লাভ হচ্ছে। এ বছর ১ একর জমিতে বীজ আলু চাষ করেছি। আবাদে খরচ হয়েছে ৫৫ হাজার টাকা। বিক্রি হবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। খরচ বাদে লাভ হবে ৬৫ হাজার টাকা। এ কারণে আমাদের এলাকায় কৃষক আলু বীজ আবাদে ঝুকছেন।

গোপালগঞ্জ বিএডিসি'র উপপরিচালক দিপংকর রায় বলেন, গোপালগঞ্জ বিএডিসি হিমাগারে ২ হাজার টন আলু বীজ ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এ বছর এখানে সাড়ে ৭শ' টন আলু বীজ উৎপাদিত হয়েছে। বাদ বাকী আলু বীজ অন্য জেলা থেকে এনে সংরক্ষণ করা হবে। এ জেলায় কৃষকের আলু বীজ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে কৃষক আলু বীজ আবাদ সম্প্রসারিত করে আরো লাভবান হতে পারবেন।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
১৯ মার্চ, ২০১৭

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব এবং এ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের উপায়

ড. মোঃ আকতার হোসেন খান. উপব্যবস্থাপক (কর্মসূচি), মহাব্যবস্থপক (বীজ) এর দপ্তর বিএডিসি, ঢাকা

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াতে পরিবেশের যে বিপর্যয় হচ্ছে সেটা হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক বিপর্যয়। জাতি সংঘের এক সমীক্ষায় দেখা দেখা গেছে ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১.৬ থেকে ৬.৪ ডিগ্রী বেড়ে যাবে। পৃথিবী পৃষ্ঠ উষ্মতম হবে। এর ফলে বিশ্ব পরিবেশের বিরাট বিপর্যয় দেখা দেবে এবং হারিকেন, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি দেখা দিবে। উত্তর মেরুর বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং সেই সাথে পৃথিবীর নীচু এলাকা তলিয়ে যাবে। পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতমালার হিমবাহ গলে পাহাড়ের পাথর ভেঙ্গে নদ-নদীতে সেডিমেন্ট জমা হবে, পলিতে ভরে যাবে এবং নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে বন্যা দেখা দিবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেড়ে অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং অনাবৃষ্টি হবে। উত্তর মেরুর বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠ উচুঁ হয়ে গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোর উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবে, মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টি হবে, বন্যা হবে। কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি হয়ে মরুকরণ সৃষ্টি হবে। ঝড়-ঝঞ্জা, সুনামি বেড়ে যাবে। এসব হলো পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ার কুফল। এর ফলে গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলগুলোতে চাষযোগ্য জমি কমে যাবে এবং নানা প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। জনগণের বিরাট একটা অংশের জীবিকায়ণ বাধাগ্রস্থ হবে।

বাংলাদেশের উপর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব :

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ আক্রান্ত হবে প্রথম দিকে। প্রথমত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে এর উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হবে এবং লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে, চাষ যোগ্য জমি ডুবে যাবে, লবণাক্ততায় জমির উর্বরতা নষ্ট হবে। বন্যা, অনাবৃষ্টির, মৌসুমী ঝড়-ঝঞ্জা বেড়ে যাবে। এরফলে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল অনেক লোকের জীবিকায়ন থাকবে না। উপরন্তু খাদ্য শস্যের সরবরাহ অনেক কমে যাবে। লোকজন তাদের আবাসস্থল, চাষযোগ্য জমি এবং জীবিকায়ন হারাবে। তারা অসহায় হয়ে পড়বে। উপরন্তু তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নানা রকম নতুন নতুন রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়বে। সুপেয় পানির অভাবে সেচ বাধাগ্রস্থ হবে এবং খাবার পানির অভাব সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্নক ভাবে বিঘ্নিত হবে।

বিষয় সম্পৃক্ত একটি সমীক্ষা:

১৯৯২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সে বছর মারাত্নক ভাবে বন্যাক্রান্ত হয়েছে ১.৩২ মিলিয়ন হেক্টর নেট চাষযোগ্য জমি, মাঝারি বন্যাক্রান্ত হয়েছে ৫.০৫ মিলিয়ন হেক্টর নেট চাষ যোগ্য জমি। অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল খরিপ মৌসুমে এবং রবি মৌসুমে অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১.২ মিলিয়ন হেক্টর জমির ফসল। তাছাড়া সে বছর লবনাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ২.৮ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় এলাকা।

সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীতে এর প্রভাব :

এভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নানা ভাবে বিঘ্নিত হবে। জাতি সংঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যদি বিশ্বের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়ে তবে বাংলাদেশের অর্ধেক ধানের ক্ষেত পানিতে তলিয়ে যাবে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র ধানের সরবরাহের বিঘ্ন ঘটবেনা জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ তাদের জীবিকায়ন হারাবে, দেশে খাদ্যাভাব হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ:

মানুষই এ বিপর্যয় সৃষ্টি করছে গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরির মাধ্যমে। গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে আছে CO_2, methane, CFC,NO ইত্যাদি। ফসিল ফুয়েল এর ব্যবহার, কলকারা-খানা, মটরগাড়ী চালিয়ে, বায়ো মাস পুড়িয়ে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করে, বনবাদার ধ্বংস করে, রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতিতে গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরি করছি। সূর্যের আলো পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়লে এর একটা অংশ পৃথিবী পৃষ্ঠ সুষে নেয় এবং বাকিটা উত্তাপ হিসাবে আকাশে ছড়িয়ে দেয়। সে উত্তাপ আকাশে গ্রীন হাউস গ্যাস প্রতিফলিত করে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের উত্তাপ আরো বেড়ে যায়। গ্রীন হাউস গ্যাস গ্লাসের মতো কাজ করে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রতিফলিত উত্তাপকে আবার পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়।

বিপর্যয় কারা সৃষ্টি করছে এবং দায়ভার কাদের:

উন্নত বিশ্বের ৫ ভাগ মানুষ পৃথিবীর প্রায় ২৫ ভাগ গ্রীন হাউস গ্যাসই মিশনের জন্য দায়ী। এরমধ্যে আমেরিকা ২১ ভাগ, রাশিয়া ১৪, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৪, চায়না ৭, ইন্ডিয়া ৪, ব্রাজিল ৪ এবং পৃথিবীর বাকী দেশ গুলো বাকী ৩০ ভাগ গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরি করে। এ জন্য প্রতিনিয়ত অনুন্নত বিশ্বের দেশ হিসাবে আমাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ শীত প্রাধান দেশ বা উন্নত দেশ গুলোর তাপমাত্রা ও কিছুটা বাড়বে এবং উত্তাপ বেড়ে যাওয়াতে তাদের ফসল উৎপাদন বেড়ে যাবে। আর এ দূর্বিসহ অবস্থার শিকার হবো আমরা উন্নত বিশ্ব। তাই জাতিসংঘ কিউটো প্রটোকলের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বকে এরজন্য মূল্য দিতে বাধ্য করছে।

বাংলাদেশ এ বিপর্যয় থেকে কিভাবে বাঁচবে :

বাংলাদেশ এ বিশ্ব বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে, যেমন- সুপেয় পানির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। বন্যার সময় নিকাশ ব্যবস্থাপনা ভালভাবে করতে হবে। উত্তরোত্তর বন্যার সাথে সহাবস্থান করে টিকে থাকতে হবে। লবণাক্তাতা আর বৃষ্টি হীন অবস্থার সাথে ও সহবস্থান করতে হবে। লবণাক্ততাসহিষ্ণু, বন্যাসহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু জাতের ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।

(বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়)

মেধাবী মুখ

জান্নাতুল ফেরদৌস সোমা

জান্নাতুল ফেরদৌস সোমা ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মান্নান হাই স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সোমা বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন এর মেয়ে। সে তার পিতামাতার প্রথম সন্তান। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোঃ লাকিবুজ্জামান

মোঃ লাকিবুজ্জামান ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) সহ বৃত্তি পেয়েছে এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৩ সালে পিএসসি পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। মোঃ লাকিবুজ্জামান বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন এর ছেলে। সে তার পিতা মাতার দ্বিতীয় সন্তান। সে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

অশোকা পাল সুদীপ্তা

অশোকা পাল সুদীপ্তা ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে এস. ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে একই বিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায়ও জিপিএ-৫ পেয়েছিল। অশোকা পাল সুদীপ্তা কৃষি ভবনে ক্রয় বিভাগে কর্মরত সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) জনাব অশোক কুমার পালের মেয়ে। তাঁর মাতা অর্পনা সাহা রায় একজন শিক্ষিকা। অশোকা পাল ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

কথিকা সিকদার

কথিকা সিকদার ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (গ্লোডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কথিকা বিএডিসি'র অডিট বিভাগের হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা পদে কর্মরত জনাব রীতা রানী সরকারের কন্যা। সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

নুসরাত জাহান স্নেহা

নুসরাত জাহান স্নেহা ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নেহা বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনের কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শোকসংবাদ

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকা দপ্তরে অফিস সহায়ক পদে কর্মরত জনাব আব্দুল হাই সরকার গত ১৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

* উপপরিচালক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিএডিসি, ঠাকুঁরগাও দপ্তরে কর্মরত গাড়ী চালক জনাব মো. মাসুদার রহমান গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

(১৩ এর পাতার পর)

রাসায়নিক সার বর্জিত অর্গানিক ফার্মিং প্রচলন করতে হবে। বন্যা খরার পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে। বন্যা খরায় আক্রান্ত সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এলাকাগুলোতে বিশেষভাবে দূর্যোগ মোকাবেলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। গাছপালা লাগিয়ে নতুন বন তৈরি করতে হবে। বন-বাদার ধ্বংস বন্ধ করতে হবে। এভাবে আমাদের প্রতিকূলতার সাথে সহাবস্থান করে কৌশলের সাথে টিকে থাকতে হবে।

সুষম সার ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন

বিএডিসি'র খামারে চাষ হচ্ছে নতুন জাতের সবজি টমাটিলো

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ খামারে উৎপাদন হচ্ছে ক্যান্সার প্রতিরোধক নতুন জাতের সবজি টমাটিলো। এতে "ইক্সোকারপাল্যাক্টোন-এ" নামক এক ধরণের রাসয়নিক পদার্থ আছে যা ক্যান্সার কোষ ও ব্যাক্টেরিয়া কোষের কার্যক্রম ও বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে।

বীজ আলু ও প্লান্টলেটের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত ও সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণি, জাত ও গ্রেডের বীজ আলু এবং প্লান্টলেটের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

বীজেরউৎস	জাত	বীজের শ্রেণি	বীজের গ্রেড	সংগ্রহমূল্য (টাকা/কেজি)
ক) চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন (স্থানীয় ভিত্তি বীজ দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	'এ' গ্রেড(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' গ্রেড(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ)	২০.০০ (বিশ) টাকা ১৯.০০ (উনিশ)টাকা
খ) সংস্থার খামার (ব্রিডার বীজ আলু দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	ভিত্তি	'এ' গ্রেড(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' গ্রেড(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) আন্ডার সাইজ(২০-২৭ মিঃ মিঃ) ওভারসাইজ (৫৬-৬০ মিঃ মিঃ)	২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা ১৮.০০ (আঠার) টাকা
গ) সংস্থার খামার (টিপিএস দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	সিডলিং টিউবার	'এ' গ্রেড(১৫-২৫ মিঃ মিঃ) 'বি' গ্রেড(২৬-৩৫ মিঃ মিঃ)	১৮.০০ (আঠার) টাকা ১৭.০০ (সতের) টাকা
ঘ) সংস্থার খামার (মিনি টিউবার দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	ব্রিডার	'এ' গ্রেড(২৮-৪০ মিঃ মিঃ) 'বি' গ্রেড(৪১-৫৫ মিঃ মিঃ) আন্ডার সাইজ(২০-২৭ মিঃ মিঃ)	৭১.০০ (একাত্তর) টাকা ৬৯.০০ (উনসত্তর) টাকা ৭১.০০ (একাত্তর) টাকা
ঙ) সংস্থার খামার (প্ল্যান্টলেট দ্বারা উৎপাদন)	সকল জাত	মিনি টিউবার	সকল গ্রেড নির্বিশেষ	৪০০.০০ (চারশত) টাকা
চ) নিজস্ব খামার, কৃষি বীজ উন্নয়ন প্রকল্প ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প	সকল জাত	প্ল্যান্টলেট		১২.০০ (বার) টাকা (প্রতিটির মূল্য)

জ্যেষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

ধান : চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপণ করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছায় নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমন করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ডাল ও তৈল : বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভালভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাতজনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশে এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল : আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফলগুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আঁচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি পায়।

শাকসবজি : বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পুইশাক অন্যান্য সবজির যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপরোক্ত সবজি আবাদ শুরু করতে পারেন।

আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়ঃ

ধান : সময় মতো রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজতলায় আমন বীজ বপণ করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাই মুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট : পাটের জমিতে এ সময় বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভাসমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

ভুট্টা : পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সবজি : গ্রীষ্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সবজির বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকড় ভেসে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সবজির গাছ বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সেজন্য বেশিবৃদ্ধি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুলফল ধরে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে প্রকাশিত কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করছেন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনা কমিটির আহবায়ক ও সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টাফ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে সংস্থার সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলামসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

অডিট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেন

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের বোর্ডরুমে পর্ষদ সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং প্রকল্পের আওতায় পাকা সেচনালা নির্মাণ

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখনন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।